দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 30 DEC 2002
পৃষ্ঠা - ৭ - কলাম ৩

কাল নির্বাচন ▫ সরগরম হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ আগামীকাল (মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নির্বাচন। এ নির্বাচনকে ঘিরে আবার সরগরম হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি। বরাবরের মতো এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত 'সাদা' দল ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত 'নীল' দল। বাম সমর্থিত 'গোলাপী' দল নির্বাচনে ৫টি পদে মনোনয়নপত্র জমা দিলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়। এবারের নির্বাচনে সাদা দল গতবারের মতো ভালো ফলাফল করার ব্যাপারে আশাবাদী। অপরদিকে নীল দল কয়েকটি ইস্যু কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা চালাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক হাজার শিক্ষক ভোট দিয়ে আগামী এক বছরের জন্য শিক্ষক সমিতিতে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন বাংলা বিভাগের প্রফেসর আহমদ কবীর।

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাঃ বিঃ শিক্ষক রাজনীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাদা ও নীল- দু'দলই এ নির্বাচনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছে নির্বাচনী প্রচারণা। সাদা ও নীল রঙের নির্বাচনী ইসতেহার নিয়ে উভয় দলের প্রার্থীরা ভোট চাচ্ছেন শিক্ষকদের কাছে। যাচ্ছেন শিক্ষক লাউঞ্জ, ক্লাব, বিভাগীয় অফিস এবং বাসা-বাড়ীতে। সর্বত্রই এখন নির্বাচনী প্রচারণা। নির্বাচনে উভয় দলই সভাপতি পদে তাদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শিক্ষককে প্রার্থী করেছে। সভাপতি পদে সাদা দলের প্রার্থী হলেন টানা চারবার সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের নির্বাচিত ডীন এবং সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর আসাদুজ্জামান। অপরদিকে নীল দলের প্রার্থী হলেন- কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর কাজী শহিদুল্লাহ। সাধারণ সম্পাদক পদে দু'দলেই শক্ত প্রার্থী দিয়েছে। সহ-সভাপতি পদে সাদা দলের প্রার্থী প্রফেসর আবুল খায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ ও জনপ্রিয় শিক্ষক। এছাড়া অন্যান্য পদেও দু'দলই তাদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় প্রার্থী দিয়েছে।

নির্বাচনে সাদা দলের প্রার্থীরা হলেন ঃ সভাপতি পদে প্রফেসর মোঃ আসাদুজ্জামান (লোক প্রশাসন বিভাগ), সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ইয়ারুল কবীর (প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান), সহ-সভাপতি প্রফেসর আবুল খায়ের (রসায়ন), ট্রেজারার প্রফেসর মোঃ সিরাজুল ইসলাম (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ) ও যুগ্ম সম্পাদক- লুৎফর রহমান (পরিসংখ্যান) এবং সদস্য প্রার্থী (১০) জন হলেন ঃ প্রফেসর আনোয়ার হোসেন (আইবিএ), প্রফেসর আবু আহমেদ (অর্থনীতি), প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (বাংলা), প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম খান (অনুজীব বিজ্ঞান), প্রফেসর তাজমেরী এস এ ইসলাম (রসায়ন), ডঃ তাসলিমা মনসুর (আইন বিভাগ), প্রফেসর আতাউর রহমান (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), প্রফেসর আমিনুর রহমান মজুমদার (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), প্রফেসর নূরুল আমিন বেপারী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এবং প্রফেসর সাইয়াদ সালেহীন কাদরী (প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান)।

নীল দলের প্রার্থী হচ্ছেন ঃ সভাপতি পদে প্রফেসর কাজী শহীদুল্লাহ (ইতিহাস), সাধারণ সম্পাদক-প্রফেসর আনোয়ার হোসেন (প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান), সহ-সভাপতি-প্রফেসর হোসেন মনসুর (ভূতত্ত্ব বিভাগ), ট্রেজারার-প্রফেসর খোন্দকার আশরাফ হোসেন (ইংরেজী), যুগ্ম সম্পাদক- ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) এবং সদস্য প্রার্থীরা হলেন- প্রফেসর আরেফিন সিদ্দিক। (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ), প্রফেসর আব্দুল মান্নান চৌধুরী (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ), প্রফেসর আর আই এম আমিনুর রশীদ (পদার্থ বিজ্ঞান), প্রফেসর এ জেড এম নওশের আলী খান (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ), প্রফেসর খায়রুল হোসেন (ফিনান্স এন্ড ব্যাংকিং), প্রফেসর মেসবাহউদ্দিন আহমেদ (পদার্থ বিজ্ঞান), ডঃ নাজমা শাহীন (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট), প্রফেসর শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া (ইতিহাস বিভাগ) এবং প্রফেসর হারুন কাদের মোঃ ইউসুফ (প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান)।